سورة القارعة

সূরা কারেয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, ১১ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ
كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝٤ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝٥ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ
مَوَازِيْنُهٗ ۝٦ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٨ فَاُمُّهٗ
هَاوِيَةٌ ۝٩ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝١٠ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١١

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) করাঘাতকারী, (২) করাঘাতকারী কি ? (৩) করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন ? (৪) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত (৫) এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙীন পশমের মত। (৬) অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, (৭) সে সুখী জীবন যাপন করবে (৮) আর যার পাল্লা হালকা হবে, (৯) তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। (১০) আপনি জানেন তা কি ? (১১) প্রজ্বলিত অগ্নি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

করাঘাতকারী, করাঘাতকারী কি ? করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন ? (অর্থাৎ কিয়ামত, যে অন্তরকে ভীতি এবং কানকে ভীষণ শব্দে আঘাত করবে, আর এ অবস্থা সেদিন হবে,) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত (কয়েকটি বিষয়ের কারণে মানুষকে পতংগের সাথে তুলনা করা হয়েছে—এক. সংখ্যাধিক্যের জন্য সেদিন বিশ্বের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষ এক ময়দানে সমবেত হবে। দুই: দুর্বলতা ও শক্তি-হীনতার জন্য। কারণ, সব মানুষ তখন পতংগের মতই শক্তিহীন ও দুর্বল হবে। এ দু'টি কারণ হাশরের সব মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে পাওয়া যাবে। তৃতীয় কারণ এই যে, সব মানুষ অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে, যা পতংগদের বেলায় প্রত্যক্ষ করা যায়। অবশ্য এ অবস্থা মু'মিনদের বেলায় হবে না। তারা প্রশান্ত মনে কবর থেকে উত্থিত হবে)। এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙীন পশমের মত। (পর্বতমালার রঙ

বিভিন্ন রূপ। যেহেতু এগুলো সেদিন উড়তে থাকবে, ফলে বিভিন্ন রঙ-এর পশমের মত দেখা যাবে। সেদিন মানুষের কর্ম ওজন করা হবে) অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন যাপন করবে (সে হবে মু'মিন। সে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাবে) এবং যার (ঈমানের) পাল্লা হালকা হবে (অর্থাৎ কাফির হবে) তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। আপনি জানেন তা (অর্থাৎ হাবিয়া) কি? (সেটা) এক প্রজ্বলিত অগ্নি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় আমলের ওজন ও তার হালকা এবং ভারী হওয়ার প্রেক্ষিতে জাহান্নাম অথবা জান্নাত লাভের বিষয় আলোচিত হয়েছে। আমলের ওজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আ'রাফের শুরুতে করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। সেখানে একথাও লিখিত হয়েছে যে, বিভিন্ন হাদীস ও আয়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জানা যায় আমলের ওজন সম্ভবত দু'বার হবে। একবার ওজন করে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হবে। মু'মিনের পাল্লা ভারী ও কাফিরের পাল্লা হালকা হবে। এরপর মু'মিনদের মধ্যে সৎ কর্ম ও অসৎ কর্মের পার্থক্য বিধানের জন্য হবে দ্বিতীয় ওজন। এ সূরায় বাহ্যত প্রথম ওজন বোঝানো হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মু'মিনের পাল্লা ঈমানের কারণে ভারী হবে, তার কর্ম যেমনই হোক। আর প্রত্যেক কাফিরের পাল্লা ঈমানের অভাবে হালকা হবে, সে যদিও কিছু সৎ কর্ম করে থাকে। তফসীরে মাযহারীতে আছে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে কাফির ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনের শাস্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিনদের মধ্যে যারা সৎ ও অসৎ মিশ্র কর্ম করে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে দান-প্রদানের কোন উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে একথা স্মর্তব্য যে, কিয়ামতে মানুষের আমল ওজন করা হবে---গণনা করা হবে না। আমলের ওজন ইখলাস তথা আন্তরিকতা ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বেড়ে যায়। যার আমল আন্তরিকতাপূর্ণ ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংখ্যায় কম হলেও তার আমলের ওজন বেশী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংখ্যায় তো নামায, রোযা, সদকা-খয়রাত, হজ্জ-ওমরা অনেক করে কিন্তু আন্ত-রিকতা ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্য কম, তার আমলের ওজন কম হবে।